## জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র



## বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।



৪৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে পৌষ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 6th Jan. 1960 | ৩৪শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

## আরতির

# "রাণী রাসমণি"

## শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

## আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে পৌষ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

## ইংরাজী নব বর্ষ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ

—০—

বাংলা বর্ষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকায় ১লা বৈশাখ প্রথমে কোন্ গ্রহ রাজা কোন্ গ্রহ মন্ত্রী, কে শস্যাধিপ, কে জলাধিপতি ইত্যাদির ফলাফল বর্ণনা করা হয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। ইংরাজ ভারতের রাজনৈতিক দুইটি দলকে (১) কংগ্রেস (২) মোসলেম লীগ এর মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান নাম দিয়া বিভাগ করিয়া দিয়া এদের দুই বিবদমান সম্প্রদায়কে ঠাণ্ডা করিয়া ভারতবর্ষের দখল ত্যাগ করিলেন। পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করিলেন কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্না স্বয়ং আর কংগ্রেস তাঁহার অংশের শাসনকর্ত্তা নিজেদের কোন লোককে নিয়োগ না করিয়া ইংরাজ শাসনে যিনি শাসনকর্ত্তা ছিলেন সেই লর্ড মাউন্ট্ ব্যাটেনকেই গদীতে বাহাল রাখিলেন।

তখন ভারতে কংগ্রেস বিরোধীদলগুলির মধ্যে অনেকে পথে পথে চীৎকার করিয়া শুনাইত।

"ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়
ভুলো মৎ ভুলো মৎ।"

সভা করিয়া ইংরাজীতে বলিতেন "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ক্যান'ট্ কাম্ য়্যাজ গিফ্ট্; ইট্ মাষ্ট্ বি রেষ্টেড্ ফ্রম সাম্ আন্‌উইলিং হাণ্ড্।" এর অর্থ—স্বাধীনতা দান হিসাবে আসিতে পারে না। স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক লোকের হাতে মোচড় দিয়া ইহা লইতে হয়। স্বাধীনতাও এলো, নগদ বহু টাকাও ইংরাজ দিয়া গেলেন।

১৯৪৭ হইতে অদ্যাবধি ১২ বৎসর সাড়ে চারি মাস অতীত হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুই ভারতের প্রধান মন্ত্রী আছেন। পাকিস্তানে কত মন্ত্রী হইল, কত মন্ত্রী গেল। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর রদ বদল নাই।

কাশ্মীর প্রদেশ ভারত অধিকার করে এ তার স্বরাজ্য বলিয়া। হঠাৎ একদল হানাদার কাশ্মীর প্রদেশ আক্রমণ করিল। ভারতীয় সৈন্যগণ হানাদারদের তাড়া করিয়া প্রায় তাড়াইয়া এলাকার বাহির করে এমন সময় প্রধান মন্ত্রী যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়া ভারতীয় সৈন্যগণকে নিরস্ত করিলেন। হানাদাররা এদেশের ভিতর আড্ডা গাড়িল। প্রধান মন্ত্রী আমেরিকার রাষ্ট্র সংঘে হানাদারদের বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে যদি ডাকাত পড়ে আর সেই গৃহস্থের লোকজন যদি ডাকাতদের তাড়াইয়া দিতে যায় গৃহস্থ তার সক্ষম লোকজনকে কি ডাকাত তাড়াতে নিষেধ ক'রে বল্‌বে ওদের মেরোনা, ওরা থাক ওদের নামে মামলা করে দিব। এ ঠিক যেন তাই হলো। হানাদারেরা পাকিস্তানী হয়ে কাশ্মীরে আজাদ কাশ্মীর সৃজন করিল সেই মামলা আজও চলছে। তবে কি সব মিটমাট হবে শোনা যাচ্ছে।

পাকিস্তানীর সঙ্গে এই এক সীমানা নিয়ে ঝগড়া আবার ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে চৌ-এন-লাই এর নেতৃত্বে চীনারা ভারতের সীমানা চাপিতে সুরু করিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজী তা সব জানেন। এ কথা নিজেই ব্যক্ত করেছেন। চীন-নেতাকে চিঠিতেও তা লিখেছেন। শুধু সীমা অধিকার নহে, কতকগুলি পুলিশকেও ধরিয়া লইয়া গিয়া ৯ জনকে হত্যা করিয়া তাহাদের শবদেহ ফেরত দিয়া বাধিত করিয়াছে। চীনাদের সঙ্গে আপোস না হইলে জহরলালজীর "হিন্দী চীনী ভাই ভাই" আর পঞ্চশীল ভজনা সার্থক হইবার আশঙ্কা যথেষ্ট। চীনেদের আক্রমণ ৪।৫ বৎসর গোপন রাখায় এবং মন্ত্রীরা OATH (শপথ নেবার সময় কি এ শপথও নেন—যে যখন যা খুশী তাই করবো?

কেউ কেউ নিজেদের জ্ঞানহীনতার জন্য আমাদের মত স্বল্প-বিত্ত ও স্বল্পবিত্ত কাগজওয়ালাদের কাছে এ প্রশ্নও করতে ছাড়ে না—কাছারীতে (আদালতে) ।৵ আনা ॥০ আনা যেমন উপরি নিয়ে অধর্ম্ম মানে না তেমনি এই সব বড়লোক ২।৫ হাজার কি ২।৫ লাখ করে টাকা নিয়ে নয় তো? যখন গান্ধীজী পণ করেন পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে মিটিয়ে না দিলে তিনি অনশনে জীবন ত্যাগ করবেন।

কে খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়ছে শুনে আমাদের কম্পোজিটরকে একটা বিড়ি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে মহাত্মাজী কি পাকিস্তানের দিকে গেলেন। কম্পোজিটর তাকে চোখ টিপে বলে দিলে ও কথা আর কোথাও বলো না। গান্ধীজীর দয়ার শরীর হয়তো তাই কাগজে দিয়েছে। তুমি উল্টো বুঝেছো। পাড়াগাঁয়ে ছাপাখানার লোককেই সবজান্তা মনে করে।

গান্ধীজী বল্লেন—ভারত গরীব দেশ—এ দেশের রাজকর্ম্মচারীরা যেন কেহ ৫০০৲ টাকার বেশি বেতন না নেন এই আমি কামনা করি। একজন লোক সেই কাগজ ১ খানা কিনে, লোককে দেখায় আর বলে গান্ধীজী মহাত্মা বলেছেন কোন সরকারী জজ হাকিমের পাঁচশো টাকার বেশি মাহিনা লওয়া চলবে না। কিছুদিন পরে সেই লোক বলে বেড়ায় বাংলার লাট হরেন্দ্রকুমার বাবু বলেছেন আমি ৫০০৲ টাকার এক পয়সা বেশি নেব না। যত লোক মহাত্মাকে গুরু বলে ভক্তি করে, তারা তাঁর এই কথা কেউ মানে নি। নিরক্ষর লোকেরা এক শোনে তাতে আরও প্রক্ষেপ দিয়ে রুচিমত মজলিশ মাত করে।

বিদর্ভ রাজ্যের রাজা সুরথের রাজ্যে সেনাপতি, মন্ত্রী রাজপুরুষরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে অধর্ম রাজ্যে পরিণত ক'রে রাজ্য ধ্বংস করার উপক্রম ক'রে ফেললে।

এই দুঃসময়ে একজন পাগলের ছদ্মবেশে মহাপুরুষ রাজা সুরথকে সব কথা কৌশলে গান করে জানাতেন। তাঁর নাম দিবোদাস—কোন অকাণ্ড হলেই রাজা সুরথকে হুঁশিয়ার করে দিতেন। আজ আমাদের ভারতের দুর্দ্দিনে দিবোদাসের হুঁশিয়ারীর গানটি শোনাবার ইচ্ছা করিয়াছি। হয় তো কোন্ অকূলের কাণ্ডারী এসে আমাদের ডুবন্ত অবস্থা পরিবর্ত্তন ক'রে দিবেন।

দিবো দাসের গান—

আপন বুঝে চলো এই বেলা।
এখন বাস্তু শকুন উড়ছে মাথায় গো
তার যুক্তি দিচ্ছে হাড়গেলা
আপন বুঝে চলো এই বেলা।

( এক একজন সভাসদ্‌কে দেখিয়ে )—

ঐ দেখোনা একটি জনা
সিংহীর মামা ভোম্বল দাসকে
চিন্‌তে জোয়ায় না
উনি গর্ত্ত হতে মারছেন উঁকি গো
বার করে লম্বা গলা—
এই দেখো কাঠবিড়ালীর ছা—
লেজ গুটায়ে বসে আছেন
যেন কত কালের পোষমানা
কোটরে কালপেঁচা বসে গো
দিতেছে কতই সলা—

( রাজার এক পুত্র বিষ খেয়েও বেঁচে তাঁর কাছে এসেছে, রাজা যখন তিরস্কার করলেন তখন সে বিদায় নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে রাজা তাকে ধরে রাখতে হুকুম দিলেন )

দিবোদাস—

বিষ খেয়ে ওর বল বেড়েছে গায়—
বিশ গুণে বল বেড়ে গেছে ধরে রাখা দায়।
একা যাস্‌নারে ভাই আমিও যাই—
একবার দাঁড়ায়ে হরিবোলা।

( বিশ্বস্ত সেনাপতিকে রণসাজ ত্যাগের হুকুম হলো—সেনাপতি পোষাক ত্যাগ করল )

এতো কেবল পোষাক ছাড়া
একে একে ছাড়বে সবই তাইতে করি ভয়—
এখন পূজোর পুরুত চলে গেল গো
রাজলক্ষ্মী হলেন চঞ্চলা।

রাজা—দিবোদাস! তুমি বিদায় হও—

দিবোদাস—গান

একা শুধু আমি বিদায় নই
একে একে সবাই ক্রমে হবে জলসই—
তখন শ্যাল কুকুরে খ্যাকাখেঁকি গো
শ্মশানে হবে ভুতের খেলা।

পাগলের প্রলাপ শুনবার জন্য রাজসভা নয়

দিবো—গান

পাগলের বোল বুঝবে গো তখন
বাজায়ে বগল পাগলে গোল
লাগাবে যখন
তখন হবে পাগল, করবে পাগল গো
বসবে পাগলের মেলা।

দিবোদাস—

সময় বুঝে পাব যখনি,
কত হাড়গেলার হাড় ভাঙবো তখন
মারবো শকুনি—
চিলের ছানার ভাঙবো ডানা গো
এই ছাখ দিবে পাগলার সাতনলা।
আপন বুঝে চলো এই বেলা।

রাজা সুরথের মত ভারতের শত্রু নিধন হউক। নববর্ষে এই প্রার্থনা।

---

## সাবধানতা অবলম্বন

জঙ্গীপুর মহকুমা জনস্বাস্থ্যবিভাগ কর্ত্তৃক এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে সতর্ক করা হইতেছে, যে অতিরিক্ত মাত্রায় খেসারির ডাল ব্যবহারের জন্য, সম্প্রতি মনিগ্রাম ও গোবিন্দপুর ইউনিয়নে বহুলোক বিশেষ ধরণের উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা যেন ঐ ডাল ব্যবহারে বিরত থাকেন।

'মহকুমা প্রচার সংস্থা'

---

## এলাহাবাদে ১৯৬০ সনে অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় যোগদানেচ্ছু যাত্রীদিগকে কলেরার টিকা নেওয়ার জন্য অনুরোধ

এই বৎসর জানুয়ারি মাসে এলাহাবাদে অর্দ্ধ-কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইবে। স্নানের বিশেষ দিনগুলি হইল (ক) পৌষ পূর্ণমাসী—১৩।১।৬০, (খ) মকর সংক্রান্তি—১৪।১।৬০, (গ) অমাবস্যা ( অর্দ্ধকুম্ভ দিবস )—২৮।১।৬০, (ঘ) বসন্ত পঞ্চমী—২।২।৬০, (ঙ) মাঘ পূর্ণমাসী—১২।২।৬০, (চ) মহাশিবরাত্রি ২৭।২।৬০

উত্তর প্রদেশ সরকারের একটি বিশেষ আদেশানুসারে, মেলাসময়ের মধ্যে ( অর্থাৎ ৮ই জানুয়ারি হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারি '৬০ ), এলাহাবাদ বা ইহার ১০ মাইলের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে, রেল বা বাসযোগে গমনেচ্ছু যে কোনও ব্যক্তিকে কলেরা প্রতিষেধক টিকা লইতে হইবে। এই টিকা ১লা নভেম্বর ১৯৫৯ সনের পর হওয়া চাই। এছাড়া এই সম্পর্কে কোনও সরকারী মেডিক্যাল অথবা পাবলিক হেল্‌থ অফিসার বা স্থানীয় কোনও ডাক্তারের একটি সার্টিফিকেট অবশ্য লইতে হইবে। নচেৎ উপরিলিখিত স্থানগুলিতে, কলেরা হইতে রক্ষার প্রতিকল্পে, যাইতে দেওয়া হইবে না। এই আদেশ কর্ম্মনিরত কোনও সৈনিক বা ৩ বৎসরের নিম্ন কোনও শিশুর উপর প্রযোয্য হইবে না। ভারতের রেল অফিস সমূহে ও উত্তর প্রদেশের পথবাহী অফিসসমূহে, উপরোক্ত সার্টিফিকেট না দেখাইলে, এলাহাবাদ বা নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে যাওয়ার কোনও টিকিট দেওয়া হইবে না। পশ্চিম বঙ্গ হইতে গমনেচ্ছু যাত্রীগণের, যাত্রার ১০ দিন পূর্ব্বে নিজ নিজ জেলায় বা সহরে, এই টিকা লওয়া উচিত, এবং ইহার সার্টিফিকেট সঙ্গে লওয়া উচিত। উত্তর প্রদেশে প্রবেশের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই সকল পরীক্ষা করা হ'বে এবং যাঁদের সার্টিফিকেট পাওয়া যা'বে না, তাঁদের টিকা লইতে বাধ্য করা হইবে ও ১টি সার্টিফিকেটও দেওয়া হইবে। এই টিকা ও সার্টিফিকেট পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারী হাসপাতালে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদিতে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। এই সার্টিফিকেট দুইখানি করিয়া দেওয়া হইবে কারণ ১ কপি রেল/বাস টিকিট কেনার সময় দিতে হইবে এবং অপরটি পথের সমস্ত পরীক্ষা ঘাঁটিতে প্রয়োজন হইবে। যদি কোনও ব্যক্তি উপরোক্ত বিধিবিশিষ্ট স্থানসমূহে ঐ সময়ের মধ্যে একাধিকবার যাইতে চাহেন তবে তার সঙ্গেস্থিত সার্টিফিকেটখানি যে কোনও জনস্বাস্থ্যবিভাগের অফিসারকে দেখাইলে, তিনি রেল/বাস টিকিটের জন্য প্রয়োজনীয় আর একটি কপি দিবেন। 'মহকুমা প্রচার সংস্থা'

---

# এরাও স্বাধীন

মাসী-পিসী-খুড়ী-মায়ের রান্না খাইয়া যদুর পুষ্ট দেহ,
সে যদু যখন সহরে আসিয়া ঢুকিল সটান অফিস গেহ,
সঙ্গে আসিল নব পরিণীতা ভার্য্যা তাহার কনকলতা,
তদবধি তিনি হ'লেন যদুর বাসার সুপার-ভীষণ-রতা।
উড়িয়া গোঁসাই জুড়িয়া বসিল করিবারে ঘরে গিন্নীপনা,
হাট ও বাজার রন্ধনশালে সে আজ যদুর আপন-জনা।
যে কোন রূপেতে বাটুয়ায় পূরি উপার্জ্জনের টঙ্কাগুলি,
রন্ধনে কোন বন্ধন নাই অবাধে চালায় বালি ও ধূলি।
যদু একদিন খেতে বসে' দেখে ভাতের ভিতরে কাঁকর-মাটী,
কোনরূপে করে গলাধঃকরণ বেগুন, আলু ও মূলোর ঘাঁটী।
একদা সজ্‌নে ডাঁটা চিবাইতে চিবাইল যদু দাঁতন-আধা,
ঘীয়ের বদলে কী যে ভাসেরে ডালের উপরে বর্ণ-সাদা।
ফেনে ভাতে আজ শুকায়ে হয়েছে মরি মরি কিবা পোক্তা গাঁথা,
পালং শাকের ভিতর হইতে বাহির হইল দোক্তা পাতা!
সিন্নী-পিয়াসী পীরের মতন গিন্নী বসিয়া গদীর পরে,
মধুর ভাবেতে যদুর নিত্য এবম্প্রকারে উদর ভরে!

---

## নিলামের ইস্তাহার

### চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

### নিলামের দিন ১১ই জানুয়ারী ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৯ খাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং সুশীলা-সুন্দরী দাসী দাবি ২৪ টাকা ৩৬ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ৩০ শতকের কাত ১।৶১১ আঃ ১৫৲ খং ৬৩৮ রায়ত স্থিতিবান

৯২ খাং ডিঃ পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় দে বরদা-সুন্দরী দাসী দাবি ১৯ টাকা ৭৯ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুলড়ী ১-৪৪ শতকের কাত ৪৸৯ আঃ ১৭৲ খং ২২৭ রায়ত স্থিতিবান

১৫০ খাং ডিঃ রক্ষাপদ রায় দিং দেং সুরেশচন্দ্র সাহা দাবি ২৫ টাকা ৬০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেখালিপুর ৩৬ শতকের কাত ৯।৶৪ আঃ ২৫৲ খং ৯০৪ (ক) কোর্ফা স্বত্ব

৫৮ খাং ডিঃ রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী দেং ননীবালা ওরফে নন্দরাণী দাসী দাবি ৩৯ টাকা ৭৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৫ শতকের কাত ৫৲ আঃ ২০৲ খং ১৭২৬ কোর্ফা স্বত্ব

---

### চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

### নিলামের দিন ১৮ই জানুয়ারী ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১১ স্বত্ব ডিঃ সামাদ সেখ দেং একাবর সেখ দিং দাবি ১১৭ টাকা ১২ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে প্রসাদপুর ৬৮ শতক জমি আঃ ৫০৲ খং ১২৬

---

### চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

### নিলামের দিন ১৯শে জানুয়ারী ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

২০ মনি ডিঃ আবদুল ওহাব সেখ দেং মুনসুর সেখ ওরফে মুনা সেখ দাবি ১১৬ টাকা ৮৩ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ৬৷৷০ শতকের কাত ৷৷০ আঃ ১০৲ খং ৪৫৭

---

## চাকুরীতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা

—•—

১৯৬০ সালের আগষ্ট মাস হইতে চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য চাকুরীপ্রার্থীকে দুইবারের অধিক সুযোগ দেওয়া হইবে না। তবে তপশীলী শ্রেণী, তপশীলী উপজাতি, উদ্বাস্তু প্রভৃতি চাকুরীপ্রার্থী এবং কোন কোন দপ্তরে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। তাহা ছাড়া, কারিগরি ও পেশাদারী কর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

---

## সাধারণ আগাছার অসাধারণ গুণ

—•—

শেয়ালকাঁটা রাস্তার ধারে, নালার পাড়ে যেখানে সেখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সার হিসাবে উহার উপকারিতার কথা কৃষকদের অজানা না থাকিলেও প্রকৃত মূল্য পুরাপুরি অবিদিত ছিল। বস্তুতঃ ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায় বলিয়া উহার সম্বন্ধে লোকের খারাপ ধারণাই ছিল। লক্ষ্ণৌয়ের জাতীয় বোটানিক গার্ডেনে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নোনা মাটির ক্ষার নষ্ট করার মত আশ্চর্য্য গুণ এই আগাছার আছে। নোনা মাটিতে চাষ সম্ভব নয়। কিন্তু এই আবিষ্কারের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু উষর জমির সংস্কার করা যাইবে। সার হিসাবে শেয়ালকাঁটা ব্যবহারের পদ্ধতিটি খুবই সহজ। প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া উহা শুকান হয়। পরে উহা গুঁড়া করিয়া সেচের জলের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। লক্ষ্ণৌয়ের নিকটে বান্থরায় জাতীয় বোটানিক গার্ডেনের কর্মীদল শেয়ালকাঁটা ব্যবহার করিয়া প্রায় ৬৫০ একর নোনা মাটির সংস্কার করিয়াছেন। ইহার ফলে এই জমিতে উল্লেখযোগ্যভাবে শস্যোৎপাদন করা গিয়াছে। একর প্রতি ১৫ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছে, এই রাজ্যে গড়ে একর প্রতি ১০ মণ ধান উৎপন্ন হয়।

---

শীতের দিনে-ও

ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কন্‌কনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ফেস্ ক্রীম! নিয়মিত ব্যবহারে, ওষধিগুণ-যুক্ত, সুরভিত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, মসৃণ ও সজীব ক'রে তুলবে আর আপনার অন্তর্লীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোজ্জ্বল করুন।

বোরোলীন

পরম প্রসাধন

বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও ঠোঁটকাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রুক্ষতম ত্বকের-ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে।

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং ১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১

adarts/59


## TENDER NOTICE

Sealed Tenders for labour rates are invited for construction of Extension Buildings for 3 years' Degree Course within 15. 1. 60 (4 P. M.)

Schedules, terms and conditions are available in College Office. Contractors may copy out the same during office hours.

J. Dutt
Secretary, Jangipur College.

---

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গত ২৫।১১।৫৯ তারিখে কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার (Council) গ্রেজুয়েট ও শিক্ষক Constituency'র তালিকার পুনঃ প্রণয়ন, ১৯৬০ সালের প্রথম হইতেই আরম্ভ করিয়া February মাসের মধ্যেই শেষ হইবে বলিয়া Press Note প্রকাশিত হইয়াছিল, সেজন্য উপরোক্ত ব্যক্তিদের Electoral Registration Officer এর নিকট নির্ব্বাচনী তালিকায় উল্লেখ্য বিবরণসহ স্বীয় নাম যথাসম্ভব শীঘ্র তালিকাভুক্তির জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল।

কিন্তু এপর্য্যন্ত যে সমস্ত আবেদন পত্র আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে Graduate Constituencyর বহু আবেদনকারী মাত্র তাঁরা যে বৎসর পাশ করেছেন ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করেছেন; ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই নাই। উক্ত বিজ্ঞাপনেই উল্লেখ করা হইয়াছিল যে বর্ত্তমানকার নির্ব্বাচনী তালিকা পুরাতন হওয়ায়, নির্ব্বাচনীকমিশন নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, Graduate Constituencyর তালিকায় অন্যান্য বিবরণ ছাড়া প্রত্যেক নির্ব্বাচকের "যোগ্যতাবলী" (qualifications) অবশ্য উল্লেখ থাকিবে।

একারণে সকল উপযুক্ত নির্ব্বাচকদিগকে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁদের আবেদন পত্রের সহিত প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা (ক) ডিগ্রি বা diploma certificate এর attest করা নকল, বা (খ) সংশ্লিষ্ট অফিসের সর্ব্বময় কর্ত্তার বা বিদ্যালয়ের উর্দ্ধতন অধ্যক্ষের বা দায়িত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তির একটি সার্টিফিকেট। তাহাতে তাঁহাদের "যোগ্যতার" (qualification) সমর্থনে উত্তীর্ণ পরীক্ষার বিবরণসহ গ্রেজুয়েট হইবার বৎসর উল্লেখ করিতে হইবে। 'মহকুমা প্রচার সংস্থা'

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের **আমলা** কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২



**দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস**

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

**রবার ষ্ট্যাম্প** অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়



আমেরিকায় আবিষ্কৃত

**ইলেকট্রিক সলিউসন**

— দ্বারা —

**মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—**

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪



**শ্রীঅরুণ**

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।